

তাগুতের সবচেয়ে বড় নেতা হচ্ছে শয়তান।

এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালায় নিম্নোক্ত বাণীঃ “হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।” (ইয়াসীন: ৬০)

**শয়তান দুই প্রকার- মানুষ শয়তান এবং জ্বীন শয়তান।**

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ “বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহর। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

জ্বীন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের কর্মের কারণে এ শ্রেণীর তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবাবাতীন (রহঃ) বলেন, “আল্লাহ ব্যতীত সকল মা’বুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহ্বান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করে এরা সকলেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে সাথে গণক, যাদুকর ও কবরবসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাযার ইত্যাদির খাদেম) তারাও তাগুতের মধ্যে शामिल।” (মাজমুআতুত তাওহীদ ১৭৩/১পৃঃ)

**জ্বীন শয়তান শ্রেণীর তাগুত হচ্ছে-**

জ্বীন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে অথবা অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা যোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। জ্বীন শয়তানেরা যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে কিংবা প্রেরণা যোগায়-

গনকদেরকে গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গনকদের কাছে যায় এমন বিষয় (গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, প্ররোচনা দেয়, মানুষের মনে কুহক জাল সৃষ্টি করে মূর্তি, মাজার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মানত, সেজদা, দো’য়া এসব ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই এসব ইবাদত গ্রহণ করছে।

**বিভিন্ন চরমপন্থী সুফী (মরমী) বিধানের শাইখগন (সর্দারগণ)।** তাদের অনেকে দেহকে শূন্য ভাসাতে, মুহর্তের মধ্যে বহু দূরত্বে অতিক্রম করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাদের উপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।

**এবং মানুষ শয়তান শ্রেণীর তাগুত হচ্ছে-**

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেণীর তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এরা হচ্ছে- ,

সেসব পীর এবং মাজারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাজারকে সিজদা দিতে, মানত করতে, দোয়া করতে, ভয় করতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে উত্থাপন করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গনতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে নেতা মানুষকে কুফরীর এবং শিরকের দিকে আহ্বান করে এবং বাধ্য করে। যেহেতু আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সে তার দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে।